সাধারণ মঙ্গলায়

সীতাবর্জ্জন নাটক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দাস কর প্রণীত।

হাওড়া মিউনিসীপ্যাল যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত।

সন ১২৭৮ সাল ইংরাজি ১৮৭২ সাল।

☞ এই পুস্তক গ্রহণ ইচ্ছুক মহাশয়গণ হাওড়া ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে প্রণেতার নিকট তত্ত্ব করিলে পাইবেন।

অভিনায়কদিগের নাম।

---

১ শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
২ শ্রী ,, লক্ষ্মীনারায়ণ দাস
৩ শ্রী ,, উমাচরণ সরকার
৪ শ্রী ,, রামদাস মিত্র
৫ শ্রী ,, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
৬ শ্রী ,, বেহারিলাল দাস মিত্র
৭ শ্রী ,, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ
৮ শ্রী ,, পার্ব্বতীচরণ রায়
৯ শ্রী ,, অভয়চরণ বিশ্বাস
১০ শ্রী ,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস
১১ শ্রী ,, অমৃতলাল বসু

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

শ্রীরামচন্দ্র	অযোধ্যার রাজা
ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন	তাঁহার ভ্রাতা
কতিপয় প্রতিহারী	
ঋষিকুমার দ্বয়	
বাল্মিক	মুনি
ভদ্র	মন্ত্রী
অপ্সরা প্রভৃতি	
সীতা	শ্রীরাম চন্দ্রের বনিতা

সীতাবর্জ্জন নাটক

একতান বাদ্য

অভিনয় প্রস্তাব

নাট্যশালা

গীত। চৌতাল।

নট। "জয়২ জগদীশ জয়, অনাদি অনন্ত করুণাময়, শিবদাতা বিভু শিবময়, তারক, পালক, অশিব-নাশন। সর্ব্বলোক ত্বংহি প্রপালক, সর্ব্বজীবে সমদয়া প্রকাশক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববিঘ্ন নাশক, সর্ব্ব-লোক ত্বংহি কাল নিবারণ। আমি অভাজন অতি পাপমতি, তব প্রতি বিভু নাহি মম মতি, তবাশ্রয় বিনে নাহি অন্য গতি, কর দান দাসে বিমল জ্ঞান"॥

গীত। কেদারা। মধ্যমান।

বিজন নিকুঞ্জবন কি লাবণ্য ধরিয়াছে, পল্লবিত তরু-গণ ফল ফুলে শোভিতেছে। সুশীতল সমীরণ, প্রবেশি কুসম কানন; সৌরভ করি হরণ, মন প্রাণ তুসিতেছে॥ মনোহর পীকবর, সঙ্গেলয়ে সহচর, তুলিয়া মধুর স্বর, শাখা পরে ডাকিতেছে। নবীন নীরদ হেরি, শিখীসব

সারি২, বিচিত্র পাখা বিস্তারি কুতুহলে নাচিতেছে। স্বচ্ছ সরোবর মাঝে, সরোজিনী কিবা সাজে, অলিগণ মাঝে ২, তাহে আসি বসিতেছে ॥

ইমন কল্যাণ। মধ্যমান।

"শোভিছে কি সভা আমরি, পূর্ণ বিজ্ঞ গুণিগণ আজি কি সুখ সর্ব্বরী। জিনিয়ে কোটি অরুণ, সৌদা-মিনী নবঘন শোভিছেন গুণিগণ, রসিক রসমঞ্জরী" ॥

আহা! এ কি মনোরম্য স্থান, সুগন্ধপূরিত দক্ষিণ সমীরণে শরীর সুস্নিগ্ধ হচ্চে, সাধারণ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি দেশহিতৈষি-মহাত্মাগণের দর্শন লাভে নয়ন চরিতার্থ লাভ কর্চ্চে! এরূপ সমাজমণ্ডলীতে মাদৃশ জন দ্বারা কি আনন্দ বর্দ্ধন হতে পারে? (বাম পার্শ্ব দর্শনে) কৈ প্রিয়া কোথায়? প্রিয়ে এখনো কি হর্চ্চে?

(নটীর প্রবেশ)।

গীত। ঝিঁঝিট। আড়াঠেকা।

কি ভাবে এ ভাবে, আমায়, ডাকিলে হে গুণমণি, কি বুঝিব, তব ভাব, আমি অবলা রমণী, তুমি হে হৃদিরঞ্জন, তোমাতে সোঁপেছি মন, করেছ কি আকিঞ্চন, প্রকাশিয়ে বল শুনি।

নাথ! এ অধিনীর প্রতি কি কোন আদেশ প্রদান করবেন?

নট। শান্তশীলে! এই মহোদয়গণের কি প্রকারে মনোরঞ্জন করা যায়?

নটী। প্রাণপ্রতিম! এ দাসীকে কেন জিজ্ঞাসা করেন? একতান বাদ্যের সাহায্যে যে কোন নাটকাভিনয়ের আপনি আদেশ করলেই ত এ দাসী——

নট। নাটকাভিনয়! এঁ্যা! যে কোন নাটকাভিনয়! আবার একতান বাদ্য! বল কি? এখন ত এক এক পয়সায় এত সংবাদপত্র পাচ্চ, তাতে কি হাওড়া নাট্যশালার দেশীয় নাটকাভিনয়, আর একতান বাদ্যের কোন সংবাদ পাওনা?

নটী। নাথ! পাবনা ক্যান, তবে কি না—(হেট বদনা)।

নট। কি বল্‌ছিলে, বল না, চুপ্ করে থাক্‌লে যে?

নটী। না—বলি—বলি কি সদুদ্দেশে কার্য্য কর্‌লে, তার দোষাদোষ বা দ্বেষাদেষের কথা কেন, আরও দেখুন, নাথ! দুর্গন্ধ দূর কর্‌তে হলে; সমুদ্রেই দুর্গন্ধময় পদার্থ নিক্ষেপ কর্‌তে হয়, ক্ষীণ-বীর্য্য নবোদিত পল্লব বলবৎ, ও ফলবৎ কর্‌তেহলে বীর্য্যবান প্রখর সূর্য্যের কিরণেই স্থাপিত কর্‌তে হয়, কান্ত! সজ্জন মনোরঞ্জন চেষ্টায় নিঃশঙ্ক হোন, সাধুগণ নিজগুণে আমাদের যে কোন দোষ ক্ষমা

কর্‌বেন; অধিকন্তু, সংশোধন কর্‌বেন তার সন্দেহ নাই।

নট। প্রিয়ে! তুমি যা বল্‌লে তা সকলি মান্‌লেম, কিন্তু এখনকার কালে কি, "ডেভকারসনের" "ঠাণ্ডা ঘোষ" "বেঙ্গলি বাবু" প্রভৃতি প্রহর্ষণ ফেলে, আমাদের দেশীয় নাটকাভিনয় দর্শনে ইচ্ছা হবে।

নটি। নাথ! আমাদের স্বদেশীয় পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ নির্ম্মল চরিত্র সমন্ধে নাটকাভিনয় কর্‌লে, কি ঐ "ঠাণ্ডা ঘোষ প্রভৃতি কাছে দাঁড়াতে পারে?

নট। আচ্ছা—অযোধ্যাপতি শ্রীরামচন্দ্র আপন বনিতা সীতাকে রাক্ষস রাবণের হাত হতে উদ্ধার করে প্রজা সন্তোষ কর্‌তে আবার নিবিড় কাননে সিংহ ভল্লূক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর ক্রোড়ে নিক্ষেপ করেছিলেন। বাল্‌মিকি রামায়ণে উত্তম রূপে বর্ণিত আছে। আমাদের স্বদেশীয় পূর্ব্ব রাজপুরুষেরা প্রজাদের প্রতি যে কত দূর স্নেহ প্রকাশ কর্‌তেন ঐ টি তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। সম্প্রতি তাহা শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র কর কর্ত্তৃক সীতা বর্জন নাটক নামে প্রণীত হয়েছে। সে দিন ত দুজনে আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, তা এস ঐ টি অভিনয় করে এই মহাজনগণের মনোরঞ্জন চেষ্টা করাযাক।

নটি। নাথ! এ উত্তম পরামর্শ, বোধ হয় এতে সভ্য-
গণের কথঞ্চিৎ মনোরঞ্জন হতে পারে।

নট। প্রিয়ে,! এ ত আমরা দুজনে অভিনয় করে
আমাদের দুজনের দেখা নয়, কি করে সভ্যগণের
মনোরঞ্জন কর্‌বে একবার দেখাও।

গীত। ঝিঁঝিট। পোস্ত।

নটী। "পুরুষের মন কঠিন কে না জানে রস রায় হে।
ছলেবলে, সুকৌশলে, অবলা মজায় হে। আগে
কত প্রেমভরে, কামিনীর মন হরে, বিরহ সাগরে
পরে ডুবায়ে পলায় হে। দেখ ব্রজের শামরায়
মজাইয়ে শ্রীরাধায়, মজিলেন কুবুজায়, গিয়ে
মথুরায় হে। আর দেখ সীতা সতী, পঞ্চমাস গর্ভবতী
তারে রাম রঘুপতি, কাননেপাঠায় হে।

বেহাগ। পোস্ত।

"রমণীর সরল পরাণ। বিষম বিকারে দেয় প্রাণ
দান। রমনীর প্রেমানল, দূরহতে দহে কেবল, হৃদি
লগ্ন হবা মাত্র অমনি নির্ব্বাণ। মরিলে প্রাণের পতি,
সহ মৃতা যায় সতী, নারীর তরে কে কোথায় দিয়েছে হে
প্রাণ। প্রাণ পতির অপমানে, সতী কি হে বাঁচে প্রাণে,
তার সাক্ষী দক্ষ যজ্ঞে সতীতে প্রমাণ। ঐহিক সুখের

তরে, অতি অনুরাগ ভরে, সৃজেছেন রমনী কুলে জগত-নিধান"।

নট। প্রিয়ে! সভ্যগণ ত সকলেই তোমার সঙ্গীত শ্রবণে নিস্তদ্ধে আছেন—কথায় আছে "মৌণং সম্মতি লক্ষণং" তবে সকলেই এই প্রস্তাবিত অভিনয়ে সম্মত আছেন; তা আর বিলম্ব ক্যান এস অভিনয় আরম্ভের চেষ্টা করা যাক্।

নটী। চলুন, যত পারি বা না পারি দেখাযাক্।

যবনিকা পতন।

একতান বাদ্য।

প্রথম রঙ্গ ভূমি।

অযোধ্যার রাজ-প্রাসাদ।

(ভ্রাতৃগণের প্রতি রাজ্য ভারার্পণ করিয়া সীতা সহ শ্রীরাম চন্দ্রের অশোকবনে গমন পরার্মশ)।

শ্রীরামচন্দ্র, ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন একত্রিত।

"But now I am returned and that war-thoughts have left their places vacant, in their rooms come thronging soft and delicate desires."

রাম। দেখ, বৎস ভরত, পিতার আজ্ঞা প্রতিপালন করতে চৌদ্দ বৎসর অরণ্যে ভ্রমণ করেছি, দুর্বৃত্ত রাক্ষস রাবণ পঞ্চবটী বন হতে সীতাকে বল পূর্ব্বক আমাদের অসাক্ষাতে হরণ করে; তাঁর উদ্ধার জন্য ভীষণ সমুদ্র বন্ধন করে কৃতকার্য্য হয়েছি, আরও অনেকানেক যুদ্ধ কর্‌তে হয়েছে, ক্ষীণাঙ্গী সীতাও যারপরনাই কষ্ট পেয়েছেন, বনবাসের কথা আদ্যোপান্ত সমস্তই ত ইতিপূর্ব্বে অবগত

হয়েছ। অযোধ্যা-ধামে প্রত্যাগমন করে, আবার এই রাজ চিন্তায় নিমগ্ন হয়েছি। তোমাদের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করে কিছুঁ কাল অন্তঃপুরে বিশ্রাম করা আমার নিতান্ত অভিলাষ।

ভরত। আর্য্য! যখন পিতার কঠোর আজ্ঞা পালন জন্য দুরূহ ক্লেশ সহ্য করে বনে২ ভ্রমণ করেছিলেন এ সেবক ঐ শ্রীচরণ স্মরণ করে পাদুকাদ্বয়কে রাজা বলে, প্রজা প্রতিপালন করেছে। এখন ত এদাস প্রভুর সাক্ষাৎ পাচ্চে, তাতে আর ঐ শ্রীচরণ প্রসাদে কার ভয় করে, কি চিন্তা করে, কিসের অভাব মনে করে, ঐ পাদপদ্মের বলে সসাগরা পৃথিবী—সুদু তাই কেন, সর্ব্ব লোককেই এই মুষ্টিস্থ জ্ঞান করে।

রাম। (আলিঙ্গন প্রদানে) ভাই তোমার কথায় আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম, এই ত ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভবের বাচ্য।

লক্ষণ। গুরো! অরণ্যে যে কত ক্লেশ পেয়েছিলেন, আর্য্যা জানকী যে, কত দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়েছিলেন, তা এদাস প্রায় সকলি দেখেছে; (দীর্ঘনিশ্বাস)। সে সব এখন স্মরণ হলে, শরীর লোমাঞ্চ হয়, মন ব্যাকুলিত হতে থাকে, পাষাণ হৃদয়ও দ্রব হয়। অয়ি! দুগ্ধফেন ধবলবাসাচ্ছাদিত সুশয্যে! তুমি তখন কোথায় ছিলে? তুমিই কি সেই বনের গলিত

পত্র স্বরূপে আর্য্যা জানকীকে ধারণ করেছিলে? হে সুরম্য অট্টালিকে! এখন ত তোমার ভিন্ন আকার দেখ্‌ছি, তুমিই কি তখন সুদীর্ঘ, শাখা বিস্তারিত বট বৃক্ষ স্বরূপে আমাদের এই কমলাঙ্গ প্রভুর আশ্রম হয়েছিলে? ও শ্বেত, লোহিত, রশ্মিমালে! তোমিই কি জোতিরিঙ্গণ রূপে সেই আশ্রমে আলোক দান করেছিলে? হে হীরক, মাণিক্য, যড়িত যোতির্ম্ময় পরিচ্ছদ! এখন ত তোমার অতি মনোহর আভা প্রতিভাত হচ্চে, তুমিই কি সেই শুষ্ক মলিন বল্‌কল রূপে আমাদের এই রঘুবরকে আবৃত করেছিলে? অ হো! এখানে যা কিছু দেখি, সকলি ত বিপরীত, আ! কি ক্লেশ পেয়েছেন! প্রভু বনবাসের কথা ক্যান আবার এ দাসের স্মৃতি পথে আন্‌লেন; (আমরা ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব, তথাপি যে চক্ষু) (ক্রন্দনস্বর) রঘুনাথ! আপনার যে বিশ্রাম অভিলাষ হয়েছে তাতে এ দাসের পরম সন্তোষ, প্রজা প্রতি পালনের আদেশ শিরোধার্য্য করে যথাসাধ্য কার্য্য কর্‌বে।

শত্রুঘ্ন। প্রভু! কমলাঙ্গী আর্য্যা জানকী তপনাস্যও দর্শন কর্‌তেননা, ঘোরতর কাননে পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন. হেমপাত্র পরিত্যাগ করে অঞ্জলী অবলম্বনে পীপাসা দূর করেছেন, পর্ণ কুটীরে সময়ে ২ একাকিনী নিরাশ্রয়ে বাস করেছেন। আর্য্যা

জানকী সমভিব্যাহারে আপনার কিছুকাল অন্ত পুরে বিশ্রাম নিতান্ত আবশ্যক। কায়মনচিত্তে এসেবকগণ প্রজা প্রতিপালনে রত থাক্‌বে। প্রভু উপস্থিতে এদাসদের কোন চিন্তানাই।

(জনান্তিকে বংশীধ্বনি)

রাম। এ মধুর ধ্বনি কোথাহতে হোল?

লক্ষ্মণ। প্রভু! আপনার বিশ্রাম উদ্যানে গমনাভিলাষ শ্রবণে সংগীত শালায় সকলে হর্ষার্ণবে ভাসমান হয়েচেন, তাই বুঝি আনন্দোৎসব কোর্‌চেন।

গীত। বসন্ত বাহার। আড়া ঠেকা

মধু বনে মধু পানে চলে জত মধুকর, মধুর মধুরে কিবা মধুর সখা হানেস্বর। শুস্কতরু যত ছিল, ক্রমে সবে মুঞ্জরিল, সকলি নুতন হোলো, অতিশয় শোভাকর।

রাম (ভ্রাতৃগণ) আমার প্রস্তাবে তোমরা সকলে পরম-আহ্লাদে সম্মতি প্রদান কোর্‌লে, আমার মন পুলকে পূর্ণিত হোল। তোমরা সকলে সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ; আমাদের সূর্য্যবংশে কোন কালে রাজ্য পালনের বিশৃঙ্খলনাই; দূর দর্শিতা বিলক্ষণ আছে; অদ্য এক নিয়ম কল্যতার পরিবর্ত্তন কখন নাই। ভারত ভূমির যেরূপ আবস্থা, প্রজা-বর্গের যে শ্রেণির যেরূপ শারীরিক বল, যেরূপ

মানসিক গতি, তদনুযায়ী অতীব মঙ্গলকর সুনিয়ম সকল স্থাপিত রোয়েঁচে। রাজ্য-জয়, রাজ্য-শাসণ, রাজ্য-প্রতিপালন, আমাদের অর্থকর ব্যবশায় নহে; দুর্গে প্রচুর সৈন্য থাকে, রাজকোষে প্রচুর ধন থাকে, তবে আবশ্যক হলে, অর্ন্যের রাজ্য পরাজয় আকাঙ্ক্ষা কর, সহ্যতা, নম্রতা, অভিজ্ঞতার সহিত রাজ্য শাসন কর, পিতার ন্যায় বাৎসল্য-ভাবে রাজ্য প্রতিপালন কর, এই আমাদের রাজ-নিয়ম, এইরূপেই আমাদের কার্য্য চলেছে, বলিতে কি তোমরা সকলেই ঐ নিয়মাবলম্বী, এই ভরশায় আমি কিছুকাল অবশর আশা কারিয়াছি। সর্ব্বপ্রকারে প্রজারঞ্জনে সচেষ্টিত থাকিবে এই আমার প্রধান ইচ্ছা।

(জনান্তিকে বাদ্যধ্বনি)

আবার বাদ্য যে?

লক্ষ্মণ। আর্য্য! এরূপ আনন্দ সংবাদে কি কখন কেউ নিস্তব্ধ থাক্‌তে পারে?।

সংগীত

রাম। রাত্রি অধিক হয়েচে, ভ্রাতৃগণ! কুশল, কুশল ধ্বনিতে দিংমণ্ডল প্রতিধনিত হউক, সুখে রাজ্য পালন কর।

(রামচন্দ্র দণ্ডয়মান, ভ্রাতৃগণ প্রণীপাত)

যবনিকা পতন।

একতান বাদ্য।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি শ্রীরামচন্দ্রের বিশ্রাম উদ্যান।

(পরিচারিকা সহ সীতার প্রবেশ)

সীতা। পরিচারিকে! বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত এই নব অশোক কাননে কেমন সুন্দর পুষ্পগুলি প্রস্ফটিত হয়েছে দেখ! তুমি অতি যত্ন সহকারে সুপ্রস্ফ টিত পুষ্প সকল চয়ন করে আন, আমি এই কামিনী পুষ্প বৃক্ষের আলবাল পার্শ্বে উপবেশন করি। তোমার পুষ্পা চয়ন হলে মালা গ্রন্থণ কর্‌বো।

পরিচারিকা। রাজ মহিষি! অনুমতি হয় তবে অগ্রে এই সম্মুখের পুষ্পগুলি চয়ন করে দি।

সীতা। অচ্ছা তাই দ্যাওনা।

(পরিচারিকা পুষ্পচয়ন করিয়া দিয়া প্রস্থান)

সীতা। (মালাগ্রন্থণ করিতে ২) রজনী দেবি! তোমার কি অপুর্ব্ব মহিমা তোমার সমাগম সন্দর্শনে সূর্য্য-

দেবও যেন ক্রমশ হ্রাসবীর্যে অন্তর্হিত হতে থাকেন। সূরগণও রণ ভূমিতেই নিঃশস্ত্র হয়ে সষ্যাসাৎ হন। যেন তোমাকেই অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে তোমার এই চিত্তমোদিনী মূর্ত্তি ধ্যানে নিদ্রা ছলে স্পন্দহীন হন। বিষম ভয়াবহ পশুরাজ সিংহও নতশিরে গিরি গুহায় প্রবেশ করে, তোমারি গুণ কীর্ত্তনময় সিংহনাদ করে। উড্ডীয়মান বিহঙ্গেরাও গগনস্পর্শ আস্পর্দ্ধা বিস্মৃত হয়ে শহলে শহলে শাখা প্রশাখা অবলম্বনে বক্রশিরে এক পদে অর্দ্ধ মুদিত নয়নে বিশ্রাম ছলে সুললিত স্বরে যেন তোমারি তপস্যা করে। দেবি! তোমার সকলি অলৌকিক রমণীয় চিত্তাকর্ষক, ঐ দেখ, এই উদ্যানের বৃক্ষগণও কেমন স্থীরভাবে দণ্ডয়মান হয়ে পুষ্পসহ শাখা বিস্তার করেছে, রজনি-দেবি! বোধহয় যেন উহারাও তোমার আরাধনায় নিমগ্ন, তাই পল্লব করে পুষ্প ধারণ করে পুষ্পাঞ্জলি দান কর্‌চে। সকলি শোভনীয় আনন্দময় দেখ্‌চি, দেবি! এ দাসী রামময়ী, নাম মাত্র সীতা, আর্য্যপুত্র এখনও আসেননা, একাকিনী কোনকার্য্য কর্‌তে পারেনা, সুতারাং আপনার আরাধনায় এখন বঞ্চিত, আসীর্ব্বাদ করুন ত্বরায় আর্য্যপুত্রের আগমন হক্।

"O thou that dost inhabit in my breast, leave not the mansion so long tenantless."

(জনান্তিকে কোমল বাদ্য)।

এ কী রাত্রিকালে শুমধুর বীণা শব্দ! এ বুঝি সংঙ্গিতালয়ে হর্চ্ছে!

গীত। আশাগৌরী। আড়া।

"অসুখী ভ্রমর দলে, নলিনি মলিনা ক্রমে বিসাদ সলিলে, অবসান দিনমনি, শশী প্রকাশীল, কুমুদী হেরি হাসিল, যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিনী ভাসিছে আঁখি জলে। চক্রবাক চক্রবাকী, বিরহে ভাবিত, কপোতী পতি মিলিত, নিশি আগমনে, কেহ সুখী মনে কার মনঃ দহিছে দুখানলে।"

আহা কি মধুর স্বর!

(জনান্তিকে পদ শ্বব্দ শ্রবনে এক দৃষ্টে নিরিক্ষনে হাস্য মুখে) এই যে আর্য্য পুত্রও আস্‌ছেন? (করে পূস্পমালা ধারণ করিয়া দণ্ডয়মান)।

রাম। প্রীয়ম্বদে! বিশ্রাম ভবনে আমার কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েচে, কিছুকাল একাকিনি এখানে অবস্থান করে কোন বিরহ ক্লেষ বোধ হয় না ত।

সীতা। জিবিত সর্ব্বর্শ্ব! আপনার অদর্শনে শকলি ক্লেষকর, আপনার মুখ দর্পণ দ্বারা শশধর দর্শন কর্‌লে তাঁর মনহর জ্যোতি দেখ্‌তে পাই, আপনার সহবাস সুখ সম্ভোগেই অপর যে কোন শুখ

সম্ভোগ অনুভব কর্‌তে পারি। জীবিতেশ্বর! আপনার দর্শন লাভেই পরম চরিতার্থ হলাম।

রাম। প্রাণাধিকে! যে সমীরণ তোমার শরীর স্পর্শ-কোরে আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে, তাই আমার প্রাণবায়ু, জ্ঞান-চক্ষে দেখ্‌লে—আমার এ আকার বিভিন্নরূপে দৃষ্টি গোচর হয় না। আমিই তুমি, তোমাতেই আমি লীন রয়েছি। এতক্ষণ আমি বিশ্রাম ভবনে ছিলাম যে, বললাম, সে আমি আর কে? তোমারি মূর্ত্তিময়ী জলদবর্ণ ছায়া-মাত্র। তা, এখন আর বিলম্ব কিসের, চল, সঙ্গীত মন্দির প্রভৃতি হর্ষোৎপাদক স্থান সকল দেখাযাক্।

(রতিকান্তের প্রবেশ)

কে ও প্রিয় বয়স্য যে! অনেক দিনের পর!

রতি। মহারাজ! বারব্যাটার জালায় ত রাজ-সভায় ঘেঁশ্‌বার যো নাই। ইনি কে! না, মন্ত্রিমশাই; এলেন; কানে কলমটী গোঁজা, চক্ দুটী গেলাসে ঠুলিতে আঁটা, হাতে এক খানি সাড়ে ২২ ফুট লম্বা চিঠি, সাম্‌নে দাঁড়য়ে, মর্‌কটের মতন ঘাড়টি নাড়্‌তে২ পড়্‌তে আরম্ভ কল্লেন, কি—না,—

মহারাজাধিরাজ অযোধ্যাধিপতি শ্রীরাম চন্দ্র

প্রজা প্রতিপালকেষু।

অযোধ্যা নগরী সমস্ত প্রজাবর্গের নিবেদন এই যে

(স্বগত) হা আমার অদেষ্ট! আর শর্ম্মা যে দিনের মধ্যে দুলক্ষি বার মন্ত্রিমহাশয়ের কানে পাক্‌দে আসেন, আর নিজের দুই একটা হুকুম, না নিবেদন, রাজাকে শুনাতে বলেন, তা, আর হয়ে ওঠে না। আর হবেই ক্যান? শর্ম্মার ত কারুকে উপড় হস্ত করা নাই। বরং যো পেলে আত্মসাৎ করা আছে।

রাম। তা বয়স্য! এখন ত আর রাজসভায় আসনি, চল সঙ্গীতমন্দিরে প্রবেশ করা যাক্।

রতি। মহারাজ! এমন যোগ আর পাবনা! অনুগ্রহ করে একটু বস্‌তে হবে, রাজমহিষী উপস্থিত আছেন, আড়ালে দুটো দুঃখের কথা যানাই; কিন্তু মহারাজ এই বাগানে দাঁড়ায়ে বলবোবলে যেন আমার কেবল অরণ্যে রোদন সার না হয়।

(রাম ও সীতার উপবেশন)

রাম। বয়স্য! তোমার আবার দুখঃকিসের? কি বল্‌তে চাও।

রতি। মহারাজ! ত্যাইত বলছিলেম্ যে আপনার মন্ত্রিত এই রূপ কোরে আপনাকে কিছুকাল্ একচেটে করে। তারপরে কে আসচেন, না, কুল পুরোহিত বশিষ্ঠদেব! সেই—ডেড়্‌গজে সাদা দাড়ি আঁচড়্‌তে২ ডান্ হাত্‌টি তুলে, ভগবান্ তোমার

মঙ্গল করুন্ বলে বস্‌লেন। তার পর, অনুস্বার, বিসর্গ, হসন্ত যোগ দিয়ে গুটি কত পদ্ আউড়ে ব্যবস্থা দিতে আরম্ভ কর্‌লেন।

জনান্তিকে বীণা-শব্দ।

রাম। প্রাণ-প্রিয়ে! এ মধুর স্বর কোথাহতে আস্‌চে?

সীতা। আর্য্যপুত্র! আপনার আগমনে সঙ্গীত শালায় সকলেই প্রফুল্ল হয়েছেন, তাই বুঝি সঙ্গীত আরম্ভ হর্চ্চে।

রতি। মহারাজ! আ! (স্বগত) পোড়া বাম্‌নে কপাল নাকি! কোঁথা দুট দুঃখ যানাব না, কোথাথেকে আবার ফোঁকরে বেজে উঠল (প্রকাশ্যে) মহারাজ বাদ্যটা একটু থাম্‌তে বলে আসব।

"If music be the food of love, play on."

রাম। ক্যান বেশ্ হচ্চে ত, তোমার কথা নাহয় কিছুক্ষণ পরেই শুনাযাবে।

গীত। ঝিঁঝিট খাম্বাজ। মধ্যমান।

প্রিয়সখি! প্রাণপতি কর দরশন। রাখ হৃদি মাঝে তব হৃদয়ের ধন॥ পেয়েছ অশেষ ক্লেশ, তার কর

পরিশেষ, রেখে তব প্রাণধনে, করিয়া যতন ॥ অনুকূল বিধি হয়ে, রাখুন সুখে উভয়ে, রাখি উভয় উভয়ে, হৃদয়ে যতন।

রতি। (নানা প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী)

(সঙ্গীত সমাপ্তে)

রাম। প্রাণপ্রিয়ে! কি মধুর-স্বরে সঙ্গীত হল! এত দিনের পর সেই ধনুঃশরের শন্ শন্ স্বর এই মধুর-স্বরে দূর কর্‌লে। এ দিকে তোমার মোহিনী মূর্ত্তি চিত্ত বিনোদ কচ্চে, ওদিকে তোমার সঙ্গীত-শালা হতে অমৃত-স্রোত নির্গত হয়ে সুখ-সলিলে ভাসমান কর্‌লে। পরম আহ্লাদে শরীর অবশ হয়ে পড়্‌ল, উত্থান ইচ্ছা কিছুমাত্র নাই, এও ত দিব্য রমণীয় স্থান। কি বল বয়স্য! নৃত্য গীত এই খানেই হক্‌না ক্যান?

রতি। (স্বগত) আ! কি আপদ! সঙ্গীত-মন্দিরের কাছেই মিষ্টান্নের ভাণ্ডার টা রয়েছে! সেখানে হলে যে, চক্ষেও দেখি—আর পেটও ভরাই। (প্রকাশ্যে) মহারাজ! এখানে কি করে নৃত্য হবে? এ উচ নিচ মাটি, এই সব ফুল্ গাছ রয়েচে, নাচ্‌তে না যানলেও কি শেষে নৃত্যকীরা মাটির দোষ দে শেরে যাবে। আর কথাতেই ত আছে, নাচ্‌তে না পারলে মাটির দোষ, পালাতে না পার্‌লে মোড়লের দোষ।

রাম। বয়স্য! সে জন্য চিন্তা কর্চ্চ ক্যান, একটা আসন হলেই উত্তম নৃত্যের স্থান হবে। পরিচারিকে!

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরিচারিকা। মহারাজ! অনুমতি হক্।

SONG.

" Tell me where is fancy bred
Or in the heart, or in the head?
How begot, how nourished?

Reply. 2. It is engendered in the eyes,
With gazing fed, and fancy dies
In the cradle where it lies.
Let us all ring fancy's knell;
I'll begin it—ding, dong, bell,
Ding, dong, bell."

রাম। দেখ! সঙ্গীতশালা হতে অপ্সরাগণ্‌কে প্রথমে এই খানেই আগমন কর্‌তে বল। ক্রমে২ আর২ যে কোন ক্রীড়া এই খানেই হবে।

পরিচারিকা। মহারাজ! অপ্সরাগণ কি স্বসজ্জায় আগমন কর্‌বেন?

রাম। হাঁ, এই খানেই নৃত্য গীত হবে।

রতি। মহারাজ! তবে আমিই ওঁদের আনয়ন কর্চ্চি।

(প্রস্থান)

সীতা। আর্য্যপুত্র! এত দিনের পর দুর্বৃত্ত দশাননের সেই অশোক বনের শোক আজ বিস্মৃত হলেম। বিরহানল-দগ্ধ হৃদয় আজ সুশীতল হল। এখন এই বাসনা, যেন জন্ম জন্মান্তরে, এই রূপে আপনার সহবাস সুখে দিনাতিপাত হয়। (গলদেশে মাল্যদান)

রাম। হৃত্‌পদ্মে! আমারও এই একান্ত বাসনা, যেন চিরকাল তুমি আমার এই রূপে মাল্যদানে বাম পার্শ্বে উজ্জ্বল কর। (পরিচারিকাগণ দ্বারা আসনাদি আনয়ন)

রতি। হা হা হা! মহারাজ এই সব রাস্তা ঘাট আল করে এঁরা আস্‌চেন। এখন ত বাগিয়ে বসা যাক্। (নৃত্যাসনে উপবেশন)

হা হা হা!

(অপ্সরা প্রভৃতির প্রবেশ)

হা হা হা!

নৃত্য আরম্ভ।

না না প্রকার অঙ্গ ভঙ্গী ও বাক্য-ব্যয়।

সঙ্গীত।

সখি আয়লো আয় তরাকরে। রাম সীতে একস্থান দেখিব নয়ন ভরে॥ দেখিলে যুগল ঠাম, পুর্ণ হবে মনস্কাম, পরিয়ে মালতীর মালা সাজিয়েছে উভয়েরে।

(বিবিধ প্রকার কৌতুক-জনক ক্রীড়া)

(অপ্সরা প্রভৃতির প্রস্থান)

(শ্রীরাম চন্দ্র সীতার উত্থান চেষ্টা)

রতি। (কাতর স্বরে) মহারাজ! উট্‌বেন না আমার দুঃখের কথাটা বলতে২ রয়েগেছে, অনুগ্রহ করে একটু বস্থুন।

(উভয়ের উপবেশন)

সীতা। প্রাণবল্লভ! আমার নিদ্রা আকর্ষণ হচ্চে—ক্রমশঃ অবশাঙ্গ হলেম্।

রাম। প্রাণেশ্বরি! এখানে ত আর কিছুই নাই, এই হৃদয়-খট্টাঙ্গে রোমাবলিময় শয্যা প্রস্তুত রয়েছে। এই মাংসল চিবুক সুকোমল বালিস রূপে বারংবার আহ্বান কর্‌চে। এই ভুজদ্বয়, আল্যস্য ত্যাগের পার্শ্বোপাধন স্বরূপে তোমার পার্শ্বে স্থিতি আকাঙ্ক্ষা কর্‌ছে। মন হয় ত, এই খানেই কিয়ৎকাল শয়ন কর?

সীতা। মনোমোহন! আপনার মনোদ্যানেই এদাসীর বাসনা-পুষ্প বিকসিত হয়। অভিমত হলে ঐ শ্রীচরণকমল, কোমল উপাধান করে শয়ন করি। (শয়ন)

রাম। বয়স্য! তাত-জনক-নন্দিনীর রূপ দেখেছ?

রতি। মহারাজ! হবেনা ক্যান, উনি ত আপনারি অর্দ্ধাঙ্গী।

রাম। আহা! একি অপূর্ব্ব রূপ! পূর্ণ শশধর-পার্শ্বে মেঘ মালাচ্ছন্ন নক্ষত্রাদি সহ আকাশ মার্গ অত দূরে ক্যান? আহা! প্রিয়ে! বোধ হয় যেন, তোমারি এই বসানাবৃত কবরী মধ্যে কেশপুষ্প, আর ভালে এই চন্দন বিন্দু দর্শনে লজ্জায় দূরে পলায়ন করেছে। এই মুদীত নয়ন, যেন, প্রায়-ডিম্বাকৃতি পৃথ্বীকে দ্বিভাগ করে আবৃত রেখেছে। সুধারাশি পৃথ্বী হতে স্বতন্ত্র কর্‌বার জন্য যেন, তোমারি এই মুখ-ভাণ্ডে সংস্থাপিত হয়েছে। প্রিয়ে! ঋষিগণ পর্ণকুটীর, পথিকগণ বটবৃক্ষছায়া, গৃহস্থগণ গৃহ অবলম্বন করেন্ কেন? বোধ হয় তোমার এই বক্ষস্থল, হস্ত, পদ আর কোটীদেশের মনোহর জ্যোতি দর্শনে, সূর্য্যের জ্যোতি দর্শনে অনিচ্ছা বশতঃ ঐ রূপে তাঁর কিরণ অবরোধ কর্‌চ্ছেন।

রতি। মহারাজ! রাজমহিষীর রূপের কথা ক্যান বলেন, উনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, ওঁর রূপেই জগৎ অন্ধকার, আকাশ নীলবর্ণ, গাছ-পালা সবুজ্ দেখাচ্ছে; এই দেখুন্‌দেখি, ফুলগাছের পাতাগুলি সবুজ্ বর্ণ কি না? উনি যদি আপনার কাছে না থাক্‌তেন, তা হলে কি ঐ পাতাগুলি আপনার চক্ষে অমন্ ঠেক্‌ত? না আমাকে এমন রূপবান দেখতেন?

রাম। বয়স্য! এমন্ ভাবের কথা কোথায় পেলে?

রতি। মহারাজ! আমি আপনার চিহ্নিত, আপনার কাছে বই আর কোথায় কি পাব? আপনার আজ্ঞাতেই সব পাই, কিন্তু অদৃষ্ট-ক্রমে আর মন্ত্রি-মহাশয়ের দৌলতে সব্ ভোগ হয়েউঠে না। আপনি যা দিবার অনুমতি করেন, মন্ত্রি-মহাশয় কেবল "পাবে পাবে পাবে," করেন্, এমন্ দৃষ্টি-কৃপণ ত আর একটী নাই, যেন নিজের ধন, কশাকশি, টানা টানি করে যত রাখ্‌তে পারি—মহারাজ! মন্ত্রির জ্বালাতেই গেলাম।

প্রতিহারী। মহারাজ! মন্ত্রিবর উদ্যান দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন।

রাম। কে! পাত্র ভদ্র! হাঁ! অতি বিশ্বাসী পাত্র! ত্বরায় এখানে আনয়ন কর।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

রতি। মহারাজ! আমি চল্লাম, আর এখানে থাকা নয়, মন্ত্রি-মশায় আবার এখান্ পর্য্যন্ত ঠেল্‌দিয়েছেন, আ সর্ব্বনাশ!

(রতিকান্তের পস্থান)

(ভদ্রের প্রবেশ)

রাম। ভদ্র! রাজ্যের সমস্ত কুশল ত?

ভদ্র। ধর্ম্মাবতার! আপনার রাজ্যের সকলি মঙ্গল। বাল, বৃদ্ধ, যুবা, সকলেই পরম সন্তুষ্ট। কি বিবাহিতা কি অবিবাহিতা, কি বিধবা কোন যোষাগণেরও কোন প্রকার ক্লেশ-সূচক আক্ষেপোক্তি নাই। বিদ্যামন্দির সকল ছাত্র ছাত্রীতে পরিপূর্ণ। শিক্ষকগণ সুশিক্ষা-প্রদানে একান্ত ব্যগ্র। কৃষকগণও সমস্ত ক্ষেত্র শস্যময় কর্‌তে কিছুমাত্র আলস্য করে নাই। ব্যবসায়িগণ দিগ্‌দিগন্তরের বিবিধপ্রকার মূল্যবান্ দ্রব্য সংগ্রহ কর্‌ছে। আপনার রাজ্যের অপূর্ব্ব মনোহর দ্রব্য সকলও সর্ব্বত্র প্রেরণ কর্‌ছে। পণ্ডিতগণ আপনার রাজ-দ্বারে যথোচিত সমাদর লাভ কর্‌ছেন, সৈন্য সেনাপতিরাও অহর্নিশ স্বাস্থ্যের সহিত সতর্ক রয়েছে। কোন রাজার বিপক্ষতা নাই। বিপক্ষ হইবার

সাহসও নাই। সকলেই রাম-রাজ্যে সুখী রয়েছে, আর কেবল জয় জয় ধ্বনি কর্‌ছে।

রাম। ভদ্র! তুমি সৰ্ব্বদা আমাকে রাজ্যের সুসংবাদ আর আমার সুখ্যাতি-বাৰ্ত্তা শ্রবণ করাচ্ছ, কোন অশুভ, অথবা দোষ-সূচক সংবাদ এপৰ্য্যন্ত অবগত করালেনা। তোমাকে কেবল তুষ্টিকর সংবাদ সংগ্রহ কর্‌তে আমি নিয়োজিত করি না, শুভাশুভ সৰ্ব্বপ্রকার সংবাদ প্রকাশ কর।

ভদ্র। (মৌনভাবে) মহারাজ! আপনার রাজ্যে কোন প্রকার অমঙ্গল নাই, সুতরাং কি প্রকারে অশুভ সমাচার আপনার কর্ণগোচর করাব। (মুখ বিকৃতি)

"This man's brow, like to a title-leaf, foretells the nature of a tragic volume."

রাম। *দুর্মুখ! তোমার মুখ-ভঙ্গী দর্শনে স্পষ্ট পরিবোধ হচ্চে। অমঙ্গল-সূচক সমস্ত সমাচার তুমি গোপন রাখ্‌ছ। এরূপ কপটাচরণ কর্‌বার তোমার কি অভিপ্রায়? স্পষ্টকরে সমস্ত সত্য কথা ব্যক্ত কর। নচেৎ আমি তোমার প্রতি অতিশয় অসন্তুষ্ট হব।

ভদ্র। ধৰ্ম্মাবতার! অদ্য সুখ্যাতি অখ্যাতি সমস্ত বিষয়ের অনুসন্ধান কর্‌ছেন, ইহাতে আমার

* ভদ্রের অপর নাম দুর্ম্মুখ।

শোণিত শুষ্ক হয়েআস্‌ছে, হৃদয় কম্পিত হচ্চে, জিহ্বা কাষ্ঠপ্রায় হল, মহারাজ! বল্‌ব কি! আ! হা! মা! জানকি!

রাম। দুর্ম্মুখ! তুমি এত কাতর হচ্চ ক্যান? এত ভীত হবার বা কারণ কি? সুখ্যাতিই হোক্, অখ্যাতিই হোক্, সত্য কথা মুক্ত-কণ্ঠে ব্যক্ত কর। তাতে তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার এরূপ অবস্থা দেখে; আমার মনে নানান্ ব্যাপার আন্দোলিত হচ্চে, আর কাল-ক্ষেপের আবশ্যক নাই, নির্ভয় চিত্তে ত্বরায় বল।

ভদ্র। (কাতরভাবে) মহারাজ! মহারাজ! আহা! মা! মা! কি করি! আমার নেত্র বারংবার যে এই শ্রীচরণেই পতিত হয়, (দীর্ঘ নিশ্বাস) হা! কি কুকর্ম্মই করেছিলাম, আমি কেন এমন কার্য্যের ভার গ্রহণ করেছিলাম!!

রাম। দুর্ম্মুখ! তুমি ক্যান এরূপে কাল-বিলম্ব কর্‌ছ? তোমার ভাব-ভঙ্গী দর্শনে ক্রমশঃ আমার মন কৌতুহলাক্রান্ত হচ্চে। আবার তোমার অশ্রুপাত দেখে নানান্ চিন্তাও আসছে। বল বল, অতিত্বরায় বল, আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করো না।

ভদ্র। ধর্ম্মাবতার! যে রূপ কার্য্যে নিয়োজিত হয়েছি, তাতে আমার কোন কথা প্রকাশ কর্‌বার বাধা

নাই। কৃপাবলম্বনে গাত্রোত্থান করে স্থানান্তরে আস্‌তে হবে। এ স্থানে সমস্ত কথা ব্যক্ত কর্‌তে এ দাস নিতান্ত অক্ষম।

রাম। তা! এতক্ষণ কেন বলনা! আমি এই ক্ষণেই উঠ্‌চি। (স্থানান্তরে গমন)।

ভদ্র। মহারাজ! আপনার প্রজা-প্রতিপালন প্রণালীতে সকলেই পরম সুখী। যশঃ-কীর্ত্তনে রাজ্য পরিপূর্ণ। অখ্যাতির কথা যা শ্রবণ করেছি, তাই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করি, অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন।

রাম। অবশ্য, ত্বরায় বল।

ভদ্র। মহারাজ! প্রজাদের মধ্যে কেহ২ রাজ-মহিষীর প্রসঙ্গে বলেথাকে, "আমাদের মহারাজ কি নির্বিকার! রাজরাণী এত দিন একাকিনী রাবণ-ভবনে অবস্থিতি কর্‌লেন, তথাপি নিঃসন্দেহ-চিত্তে অনায়াসে তাঁর সঙ্গে সহবাস কর্‌ছেন, এতে ভবিষ্যতে কি না ঘটবে! আমাদের স্ত্রীলোকেরা কি না কর্‌বে? মহারাজ! এই রূপে সীতাদেবীর নানা দোষ বর্ণন করে। আমি নিতান্ত পাষণ্ড, নিতান্ত পামর তাই এ কথা আপনাকে বল্লেম। হা! তাত! হা! মাতঃ! এই জন্যই কি আমার নাম দুর্মুখ রেখেছিলেন! (ক্রন্দন)

(যবনিকাপতন)

একতান বাদ্য।

তৃতীয় অঙ্ক।

রঙ্গভূমি।

রাজ-অট্টালিকা।

সীতাকে বনবাস দিবার নিমিত্ত লক্ষণ প্রতি শ্রীরাম চন্দ্রের আদেশ।

" Lasting, what's lasting? The earth that swims so well, must drown in fire, and time be last to perish at the stake.

The heavens must parch; the universe must smoulder, Nothing but thoughts can live, and such thoughts only—as God like are, making God's re-creation."

" When griping grief the heart doth wound,
And doleful dumps the mind oppress,
Then music, with her silver sound
With speedy help doth lend redress."

" Musicians. O musicians, heart's ease,
Heart's ease. O an you will have
Me live, play heart's ease."

(শ্রীরাম শয়নাবস্থায় চিন্তা)

সঙ্গীত-মন্দিরে শোক-সূচক সঙ্গীত।

গীত।

কোথা হে করুণাসিন্ধু কৃপাবন্ধু দেখ আসিয়ে। কলুষে আবৃত হয়ে, ডাকি তোমায় ভয় পেয়ে। হেদে হে করুণাময়, যে তব আশ্রয় লয়, তার কি এমন্ দশা হয়, এই দেখ বিদরে হিয়ে। হও তুমি পতিত-পাবন, আমি হে পতিত জন, পাষণ্ডে করি তারণ, রাখ গুণ প্রকাশিয়ে।

(গাত্রোত্থান করিয়া)

রাম। সঙ্গীত-শালায় যে মৌনাবলম্বন কর্‌তে বল্লেম এ কি কেবল দুর্মুখের কথায়, না তা ক্যান? সে দিবস সরোবরে রজকদ্বয়ের কথা ত স্পষ্টরূপে আমার আকর্ণন হয়েছে। তাহারা শ্বশুর জামাতায় বিরোধ কর্‌তে২ সীতা দেবীর কিনা কুৎসা কর্‌লে। আমা-কেও ত বিলক্ষণ দোষী কর্‌লে, হা! দুরাত্মন্ দশা-নন! (দীর্ঘনিশ্বাস)—প্রজাবর্গে যে সকলেই অসন্তুষ্ট তার কিছুমাত্র সংশয় নাই। (প্রতিহারীর প্রতি) প্রতিহারী!

প্রতিহারী। মহারাজ!

রাম। ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন, তিন জনকেই ত্বরায় এখানে আগমন, কর্‌তে বল।

(প্রতিহারীর প্রস্থান)

(দীর্ঘনিশ্বাস) কি করি! সাংসারিক কার্য্যের কি চাপল্যগতি! কখন্ কি ঘটেউঠে, তার কিছু স্থির নাই, এই ত সীতার সহবাস-জনিত পরম আনন্দ সম্ভোগ কর্‌ছিলেম, আবার এরূপ ব্যাকুল-চিত্ত ক্যান! জগদীশ্বর! তোমার চিন্তা ভিন্ন সকলি অনিত্য! যেমন হেমন্ত উষায় গোলাপ, দূর্ব্বাদলে শিশির, ক্ষণকাল শোভা প্রদান করে, যেমন সমুদ্র-ফেন, তরঙ্গের আন্দোলনে পলকে ২ প্লুত হয়, যেমন শরদ-শশীর মনোহর আভা, চলিত মেঘ-মালায় প্রতি মুহূর্ত্তে হরণ করে, যেমন তড়িৎ-রেখা, গগনমণ্ডলে দৃষ্টিমাত্রেই অন্তর্হিত হয়, ভগবন্! তোমার সকল রচনা, বিভব, ঐশ্বর্য্য, আনন্দোৎসব সেইরূপ ক্ষণ-স্থায়ি, হা! (দীর্ঘনিশ্বাস) চিত্তের এরূপ চাঞ্চল্য কিরূপে দূর করি। চিত্ত-বিনোদিনী প্রিয়া রামময়ী সীতার-বর্জ্জন! (সজল-নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস) এতদ্‌ব্যতীত কি আর কিছুই উপায় নাই, হা রাক্ষসি শূর্পণখে! তুমিই এই সর্ব্বনাশের মূল, হা মাতঃ কৈকেয়ি! তুমিই এই সর্ব্বনাশের মূলাধার, হা পিতঃ দশরথ! তোমার অঙ্গীকারই এই সর্ব্বনাশের উৎপাদন-ক্ষেত্র। (চিন্তা)

(ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্নের প্রবেশ) (ভ্রাতাদের প্রতি)

লক্ষণ। একি! আর্য্য এরূপভাবাপন্ন ক্যান? সঙ্গীত-শালাতেও ত সকলি শোকের চিহ্ন দেখে এলাম।

ভরত। এমন অসময়ে আহ্বান-বার্ত্তা শ্রবণে সঙ্কুচিত হয়েছিলাম।

শত্রুঘ্ন। অশ্রুপূর্ণ-নেত্র ক্যান? এত অন্যমনা হবারি বা কারণ কি?

Ha? banishment? be murciful, say death, for exile hath more than death: do not say banishment.

রাম। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নির্ব্বাসন? না মৃত্যু! হৃৎ-কম্পা যে! একি! প্রবোধ! আজ্ তুমিও মায়া-রণে পরাজিত নাকি! তবে আর রাজ্যভার বহনে কি প্রয়োজন? মৃত্যু! সম্মুখীন হও, কৈ এখনও যে জীবিত-রয়েছি, মৃত্যু! তুমিও এমন নির্দ্দয়, পাষণ্ড নরাধমের সঙ্গে মিত্রতা কর্‌তে লজ্জিত হচ্চ নাকি? হা! আমি কি নিষ্ঠুর, পামর, জঘন্য পুরুষ! একি ভয়ানক মন্ত্রণা কর্‌চি, এইমাত্র অষ্টাবক্র মুনির সম্মুখে যা বল্‌লাম তাই ঘট্‌লো। আর কি কিছু উপায় নাই? কি করি! এই প্রতিজ্ঞাতেই যে সকলি শূন্যময় কর্‌লে। (চতুর্দিক্ দর্শন) কেও লক্ষ্মণ! ভরত! শত্রুঘ্ন! এখানে দণ্ডায়মান ক্যান? এস ভাই তোমরা আমার সম্মুখে বস, তোমাদের মুখ দেখে আমার তাপিত প্রাণ শীতল হোক্। (সকলের উপবেশন) (লক্ষ্মণের বদন নিরীক্ষণ করিয়া) হা বন-সহচর লক্ষ্মণ! এ

নৃশংস তোমার কি সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছে তা তুমি কিছুই জান না। (দীর্ঘ নিশ্বাসত্যাগে চিন্তা)

লক্ষ্মণ। আর্য্য এমন আজ্ঞা কর্‌লেন্ ক্যান? সামান্য কারণে কখনই এরূপ বিচলিত হন্‌না, অবশ্য কোন গুরুতর ঘটনা উপস্থিত হয়েছে। কি ভয়ানক মন্ত্রণা কর্‌চ্ছেন, তা ত বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আর আষ্টাবক্র মুনির সম্মুখে কি বলেছেন্ তাও ত জানি না। এমন সময় কোন কথা জিজ্ঞাসা করাও কঠিন। তাই ত ক্রমশঃ মন যে ব্যাকুলিত হতে লাগ্‌লো।

রাম। মা বসুমতি! বিদীর্ণ হও।

ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন। (ক্রন্দনস্বরে) একি সর্ব্বনাশ হলো!!!

শত্রুঘ্ন। হা কুলপুরোহিত বশিষ্ঠদেব! রঘুকুল-তিলকের এমন কাতরাবস্থা যে কিছুতেই হয় না, একি অপূর্ব্ব ঘটনা!!

(সঙ্গীত মন্দিরে শোকাবহ)

সঙ্গীত।

লক্ষ্মণ। দেখ্‌চি ত সকলেই শোকাকুল! সঙ্গীত-মন্দিরেও কেবল হা! হা! শব্দ, আর যে েনমতেই

স্থির থাকাযায়না। (দীর্ঘনিশ্বাস) আর্য্য যত গম্ভীর-ভাবে অশ্রুপাত সম্বরণ করছেন, নিজ বেগে জলোচ্ছাস যেন তটিনী তটকে প্লাবিতকরে আস্‌চে, ভ্রাতৃগণ! আমরা কি ঘৃণিত, জঘন্য, কাপুরুষ, আমাদের এই মাংসপিণ্ড দেহ কি জন্য হয়েছে, এই হস্ত, পদ কি জন্য পেয়েছি, কি জন্য এখনও এই চক্ষু রেখেছি! কি জন্য লোকে আমাদিগকে ক্ষত্রিয় কুলোদ্ভব পুরুষ বলে! আমরা এখনও কেবল পুত্তলীর ন্যায় বসে আর্য্যের এইরূপ কাতরভাব দেখ্‌চি? কোন প্রতিকার নাই, আমাদের কোন বুদ্ধি নাই, আমাদের কোন শক্তি নাই, অসি কি শাণিত নাই, যাঁর প্রতাপে মেদিনী কম্পিত; তাঁর কার্য্যে রে হতভাগ্য অসি! এখনও নিষ্কোষিত হোস্‌ নাই, (অসি সঞ্চালন) এই সসাগরা পৃথ্বীতে এমন্‌ কোন্‌ বীর আছে? যে, আমাদের রঘুবরকে এরূপ ব্যথিত করে! যেই হোক্‌ তার পরম সৌভাগ্য, যে এখনও তাকে জান্‌তে পার্‌ছিনা! নচেৎ এই দণ্ডেই এই প্রখর শাণিত অসি তার শোণিতে সুসজ্জিত কর্‌তাম।

রাম। প্রজারঞ্জন আমাদের প্রধান কার্য্য, আর কোন উপায় নাই, এই স্থির কল্প, হা বিধাতঃ! এখনও জীবিত আছি! আজ্‌ বুঝিলাম, আমার হৃদয় যথার্থ পাষাণময়, নৈলে এখনও বিদীর্ণ হয়না ক্যান? ভ্রাতৃ

গণ! তোমরাই আমার সর্ব্বস্বধন, কি গহন-কাননে, কি রাজ-সিংহাসনে, তোমরাই আমার কেবলমাত্র অবলম্বন, সর্ব্ব সময়ে সর্ব্ব কার্য্যে তোমরাই আমার দক্ষিণ বাহু; আপততঃ এক ঘোর বিপদে, অথবা দুরূহ উভয়-সঙ্কটে পড়েছি, তাই এমন্ অসময়ে তোমাদের আহ্বান কর্লাম। হা জগদীশ্বর! (কাতর অবস্থায় চিন্তা)

লক্ষণ। গুরো! আপনার এই কাতরভাব আর মধ্যে২ অর্দ্ধস্ফুটিত শোকাবহ বাক্য-বাণে আমাদের বক্ষঃ বিদীর্ণ কর্ছে, কারণ জিজ্ঞাসা কর্তেও এতক্ষণ সাহস হয় নাই। আমরা মৃত-প্রায় হয়েছি; আপনার এরূপ অবস্থার কারণ ত্বরায় প্রকাশকরে বলুন্, নচেৎ এই দণ্ডেই এই ভৃত্যগণ প্রভুর সাক্ষাতে জীবন ত্যাগ করে।

রাম। ভাই! তোমাদের অগোচর কি আছে, কোন কথা তোমাদের বল্‌তে আমার বাধা নাই, বলবার জন্যই তোমাদিগকে আহ্বান করেছি, বারংবার যত বল্‌তে চেষ্টা করি, ততই কণ্ঠ রোধ হয়, কি করি এই জন্যই বল্‌তে বিলম্ব হর্চ্চে। তোমরা সকলেই অবগত আছ, আমাদের ইক্ষ্বাকুবংশে কখন কোন প্রকার কলঙ্ক নাই, মহাত্মা পূর্ব্ব-পুরুষেরা নিষ্কলঙ্কে প্রজা প্রতিপালন করেছেন, অসাধারণ কার্য্য-সম্পাদনে এই রাজ-বংশকে জগদ্‌বিখ্যাত-

করেগেছেন। আমার মত নরাধম আর কে আছে। এখন্ আমি সেই নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময় পরম-পবিত্র বংশকে কলঙ্কার্ণবে নিমগ্ন কর্‌ছি। হা বিধাতঃ! আমাকে এখন্‌ও জীবিত রেখেছ, অথবা জীবন নষ্ট হলে আপনার অভীষ্ট-সিদ্ধি হয় না।

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনি প্রত্যক্ষ ধর্ম্মস্বরূপ, আপনি কি-প্রকারে আমাদের পবিত্র বংশকে কলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন কর্‌লেন, অনুগ্রহ করে ত্বরায় স্পষ্টরূপে বলুন্, আমরা নিতান্ত অস্থির হয়েছি, আর বিলম্ব করবেন্ না, ত্বরায় কারণ নির্দ্দেশে আমাদের জীবন রক্ষা করুন্।

"Mine honor keeps the weather of my fate; Life every man holds dear; but the dear man holds honor far more precious dear than life."

রাম। লক্ষ্মণ! তোমার অগোচর কি আছে, অবশ্য স্মরণ হবে, আমরা তিন জনে বনবাসী হয়ে পঞ্চবটীতে যখন নিবাস করি, তখন দুর্ব্বৃত্ত দশানন আমাদের অসমক্ষে একাকিনী সীতাকে বল-পূর্ব্বক হরণ করে। এবং দীর্ঘকাল আপন ভবনে রাখে; তারপর বিশেষ চেষ্টাদ্বারা সেই সীতাকে পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে আমি গৃহে এনেছি, একত্র সহবাসও

কর্‌ছি। আমার এই কার্য্যে প্রজাবর্গ সকলেই অসন্তুষ্ট, অধিকন্তু ঐ উপলক্ষে সকলেই অযশ ঘোষণা কর্‌ছে। তারা বলে, আমার বিকার নাই, বিচার নাই, ধর্ম্ম নাই। একাকিনী পরগৃহ-বাসিনী সীতা রাজমহিষীর যোগ্যা নন। ভ্রাতৃগণ! প্রজাবর্গে যদি আমাকে এরূপ ঘৃণা করে তবে আর এ ছার জীবনে-কি প্রয়োজন! এই অপযশ শ্রবণে অমি জীবন মৃতবৎ হয়েছি, এই দণ্ডেই আমার মৃত্যু হলে পরম সৌভাগ্যশালী হই, কিন্তু হায় ইচ্ছা-মৃত্য যে অতি দুর্ল্লভ! এ পাপিষ্ঠ নরাধমের ভাগ্যে তা ক্যান হবে! সুতরাং সীতাকে ত্যাগ করা ব্যতীত এ কলঙ্ক বিমোচনের আর কোন উপায় নাই; একারণ আমি সীতা ত্যাগ কর্‌বার্‌ প্রতিজ্ঞা করেছি, এখন তোমরা তৎকার্য্য সম্পাদনে আমাকে এই বিষম বিপদ্‌ হতে উদ্ধার কর।

লক্ষ্মণ। এ কি সর্ব্বনাশ! হা জগদীশ্বর কি কর্‌লেন!! এ কি হলো!!! হা! আমরা এ কি ভয়ানক কথা শুনতে এলেম (হেটমুখে স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান)

ভরত, শত্রুঘ্ন (ক্রন্দনস্বরে) হায় আর্য্যে! তোমার কপালে কি এই ছিল! (সজল নয়নে চিন্তা)

লক্ষ্মণ। আর্য্য! আপনার এই প্রতিজ্ঞা শুনে আমরা যেন কাষ্ঠ-পুত্তলির মত হয়েছি, আমাদের শিরে

বজ্রাঘাত হলে পরম চরিতার্থতা লাভ করতাম, এমন কঠোর অবস্থায় কখন পড়িনাই, প্রভু! আপনার অনুমতি প্রতিপালনে আমরা কেউ পরাঙ্মুখ নই; সর্ব্বসময়ে এ সেবকগণ প্রভুর আজ্ঞানুবর্ত্তী রয়েছে, এখন বিনীতভাবে এই প্রার্থনা, আপনার বর্ত্তমান প্রতিজ্ঞা সমন্ধে এদাসের একটী নিবেদনের প্রতি কর্ণপাত করুন।

রাম। তোমাদের যা বল্‌তে ইচ্ছা হয় প্রশস্তমনে বল আমি সমস্ত বিষয় মীমাংসা কর্‌বো।

লক্ষ্মণ। প্রভু! দুরাচার দশানন গৃহে আর্য্যা জানকী বহু-কাল একাকিনী অবস্থান করাতে তাঁর শুদ্ধা চারিতার স্থির করণ জন্য অলৌকিক পরীক্ষা হয়েছে, আর্য্যা জানকীও সেই অদ্ভুত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তবে কি কারণে পরম পরিশুদ্ধাচারিণী আর্য্যাকে একাকিনী পরগৃহে বাস-দোষে কলুষিত করে পরিত্যাগ সঙ্কল্প করেছেন তা আমরা কিছুমাত্র বুঝতে পাচ্চিনা, আপনি মহানুভব পরম পণ্ডিত, সামান্য প্রজাবর্গের অমূলক কথার উপর নির্ভর কর্‌লে সংসারযাত্রা কি রূপে নির্ব্বাহ হতে পারে, আর্য্যার পরীক্ষা কালে আমরা সকলেই উপস্থিত ছিলাম, কেবল আমরা ক্যান? সমস্ত দেবর্ষি মুনিগণ, আমাদের যাবতীয় সৈন্য সেনাপতির সমক্ষেও আর্য্যার শুদ্ধ্যা চারিতার পরিচয় প্রদান হয়েছে, এমত

অবস্থায় আর্য্যাকে কি অপরাধে ত্যাগ কর্‌চেন? অকারণে আর্য্যাকে বর্জ্জন কর্‌লে লোক-সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত হব, ধর্ম্মতও নিতান্ত গর্হিত কার্য্য কর্‌ব, একারণ এই প্রার্থনা আপনি কৃপাবলোকনে সমস্ত বিষয় বিশেষ পর্য্যালোচনা করে যথা কর্ত্তব্য অনুমতি করুন্, আমরা তৎপ্রতিপালনে প্রস্তুত আছি।

রাম। লক্ষণ! তুমি যা বল্লে সকলি সঙ্গত, কিন্তু আমি প্রজা-রঞ্জন প্রতিজ্ঞায় যদি আবদ্ধ না হতাম, তা হলে এ অপবাদ তৃণবৎ জ্ঞান করে সুখ-সচ্ছন্দে তাঁকে গৃহে রাখতাম, রাজ-পুরুষদের প্রজা-রঞ্জন করাই প্রধান ধর্ম্ম, তজ্জন্য কেবল সীতা ত্যাগ ক্যান, আমার প্রাণ ত্যাগ ক্যান, আমার প্রাণাধিক ভাই তোমাদেরও যদি ত্যাগ করতে হয় তাতেও আমি তিলার্দ্ধ কাতর নই; প্রজাগণ যে সীতার অপবাদ করচ্ছে এতে তাদের কোন দোষ নাই, সিতাদেবী অসাধারণ পরীক্ষা দ্বারা আপন শুদ্ধাচারের বিলক্ষণ পরিচয় দেছেন বটে, কিন্তু সেই পরীক্ষার বিষয়, প্রজাদের সন্দেহ আছে, এমন কি অধিকাংশ প্রজা সেই পরীক্ষার কিছুমাত্র অবগত নয়, ভাই! এ দোষ আর কার নয়, এ কেবল আমাদের বুঝ্‌বার্ দোষ, যদি সাধারণ জন-সমাজে সমস্ত প্রজাবর্গের সমক্ষে সীতার পরীক্ষা কর্‌তাম, তা হলে আর প্রজাবর্গের কোন সংশয় থাকতনা, এখন আর

ভার্ব্বার কি আছে, ভাই লক্ষণ তুমি ত্বরায় সীতাকে অরন্যে পরিত্যাগ করে এস। সীতা আমার নিকট তপবন দর্শন অভিলাস প্রকাশ করেছেন, তুমি তাঁকে তপবন দেখাবার ছলে মহর্ষি বাল্মি-কির তপবনে পরিত্যাগ করো। আর এইটী তোমায় বিশেষ করে বলি, আমি যে সীতাকে ত্যাগ কর্লাম, তা য্যান ভাগিরথি পার হবার পূর্ব্বে তিনি কোন প্রকারে বুঝ্তে না পারেন্।

লক্ষণ। এ কি সর্ব্বনাশ হল!!! হায়, আমি কি দুরা-চার নরাধম্!! হায় আমি কি করে নিরোপরাধে আর্য্যাকে বনবাস দিব।

সঙ্গিত মন্দিরে সোকাবহ।

সঙ্গিত।

রাম। বৎস লক্ষণ! তোমার অতি করুণ সভাব, আমার প্রতি যদি তোমার স্নেহ থাকে তবে আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করনা; সীতাকে——————(কণ্ঠরোধ)। হায় সীতাকে! ত্বরায় বনবাস দাও (সর্জ্জ্যায় পতিত)

ভরত, লক্ষণ, শত্রুঘ্ন। (ক্রন্দন শ্বরে) হায় কি সর্ব্বনাশ হল! হায় কি হল!!

যবনিকা পতন।

একতান বাদ্য।

চতুর্থ অঙ্ক

মহর্ষি বাল্মিকির তপোবন।

সীতা বর্জ্জন।

" All places that the eye of heaven visits, are to a wise man ports and happy havens. Teach thy necessity to reason thus; there is no virtue like necessity. Think not, the king did banish thee; but thou the king: woe doth the heavier set, where it perceives it is but faintly borne, go, say—I sent thee forth to purchase honor and not the king exile thee: or suppose, devouring pestilence hangs in our air, and thou art flying to a fresher clime. Look, what thy soul holds dear, imagine it to lie that way thou go'st not whence thou com'st; suppose the singing birds musicians; the grass whereon, Thou treadest, the presence strewed; The flowers, fair ladies; and thy steps no more than a delightful mense, or a dance; For quarling sorrow hath less power to bite the man that mocks at it and sets it, light."

(সীতা লক্ষণ উভয়ের প্রবেশ)

সীতা। বৎস! অভ্যাশকে যে দ্বিতিয় স্বভাব বলে, তা যথার্থ, যান ত এই সব ভীষন কাননে তোমাদের শঙ্গে নিরাহারেও অনায়াসে পদব্রজে ভ্রমন করেছি, তার পর নাকি অনেক্ দিন কেবল অন্তঃ পূরে অবস্থান হয়েছে, এখন সেই রূপ বলশক্তি আর নাই, এই ভাগিরথি পার হয়ে দেখ না কত দুর বা চলা হল, এখনি পদদ্বয় যেন একত্রে জড়ীত হচ্চে।

লক্ষণ। আর্য্যা! ক্লান্তি বোধ হয় ত এই নবপল্লবিত তরূমুলে কিছুকাল বিশ্রাম করুণ।

সীতা। এই ত মহর্ষির তপোবন, তা তাঁর আশ্রম আর কত দুরে আছে?

লক্ষণ। আর্য্যা! এই আমরা বাল্মিকমনির আশ্রমপদে প্রবেশ কর্লাম, এখনও তাঁর আশ্রম কিছু দুরে আছে।

সীতা। তবে এই তরূ তলেই কিছুক্ষন বসি। (তরূতলে উপবেসন) বৎস! তুমিও বস, দেখ না এই কেমন সুন্দর বস্ত্র এনেছি, এই কেমন পরিষ্কার অলঙ্কার।

লক্ষণ। (উপবেসন করিয়া) আর্য্যা! এ বহু মূল্যবান আভরণ, আর বসন সব কি হবে?

সীতা। বৎস! তোমার শ্বরন হয় না, আর্য্য পূত্রের সঙ্গে চৌদ্দবৎসর বনে বাশ করে কি কখন মন কষ্টে ছিলাম, এই সব জনশুন্য ভিষন কানণ তোমরা দুজনে যেন জনপূর্ণ নগরী করেছিলে। শ্বশুর্যো! তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যখন অতি উচ্চতর পর্ব্বত আরোহন করতাম, তখন কি আর আমাদের রাজ অট্টালিকাকে কোন প্রকারে শুখ কর বোধ হত? যখন পূনাত্মা মহর্ষিদের দর্শন লাভ করতাম্, তখন কি আর শ্বশুরদেবকে শ্বরণ হত? না মনিপত্নি-দের স্নেহপূর্ণ বাৎসল্য বচন শ্রবনে শ্বশ্রূ দেবিদের দর্শর্ণ অভাবকে অভাব জ্ঞান হত, মনিপত্নিগন আমার প্রতি যে রূপ স্নেহ প্রকাশ করতেন, তা আমি এ জন্মে দুরে থাক, জন্মান্তরেও বিশ্বরণ হতে পারব না। তাঁদের যন্যই এই সব বসন আর আভরণ এনেছি, অনেক দিন হল তাঁদের শ্রীচরণ দর্শন করতে পাই না, আমার এই পূর্ণ গর্ভাব-স্থায় যে এই তপোবনে আস্‌তে পাব, তাও মনে ছিল না। কিন্তু আমার এমনি সৌভাগ্য, এমনি পতি শুখ, যখন যা বাসনা করি আর্য্য পূত্রের প্রসাদে তাই পূর্ণ হয়। আমার এই আবস্থায় তপোবন দর্শন অভিলাস হল, শুশ্বর্য্যে! একবার মনে মনে ভাবলেম, এমন সময় আর্য্য পূত্র আমাকে বিশ্রাম উদ্দ্যানেই অধীককাল ভ্রমন করতে নিষেধ করেন, তা এত দূরে এই তপোবনে কি আস্‌তে

দিবেন। কিন্তু দেখ আমার আজ কি সৌভাগ্য; অভিলাস প্রকাশ করবা মাত্রেই আর্য্য পুত্র তোমার সঙ্গে আমাকে তপবন দর্শন কর্‌তে পাঠালেন। আমার মত শুখি আর কে আছে, যন্মানতরীয় পূন্য বলেই এমন অনুরূপ পতি লাভ করেছি। (যনান্তিকে স্তোত্র) কিঞ্চিত শ্রবনে। শ্বশুর্য্যে! এ উপাসনা কোথায় হচ্চে?

লক্ষণ। আর্য্যা! সন্ধ্যার প্রারম্ভে ঋষিকুমারেরা যাহ্নবি-তিরে ভগবানের উপাসনা কর্‌তে যান, বোধ হয় তাঁরাই এ শুধা সঙ্গিত করে যার্চ্চেন।

সীতা। (সঙ্গিত সমাপ্ত হইলে) বৎস! ভাগিরথির অপর পারে রথসহ সারথি সুমন্ত্রকে কি আমাদের প্রতিক্ষা কর্‌তে বলেছ?

লক্ষণ। (মৃণমাণ)

সীতা। (স্বকাতরে) বৎস! তুমি এমন কর্‌ছ ক্যান? তোমার মুখের আর সে রূপ জোতি নাই ক্যান? রথেও বারংবার তোমার এই রূপ হয়েছে, যাত্রা কালিন আর্য্য পূত্রের সঙ্গে সাক্ষাত হয় নাই, তিনি কেমন আছেন তোমায় পূন পূন জিজ্ঞাসা

করেছি তার কোন স্পষ্ট প্রতিত্তর দায় না ক্যান? তা এখন বল, তাঁর কোন অমঙ্গল হয় না ত?

লক্ষণ! আর্য্যা! সারথিকে প্রতিক্ষ্যা কর্‌তে বলেছি, আর আর্য্যকেও শারিরিক শুস্থ অবস্থায় দেখে যাত্রা করেছি।

সীতা। তবে তোমার এমন মৌনভাব ক্যান?

লক্ষণ। (স্বগত) কি বলি! (প্রকাশ্যে) আর্য্যা! এই ভয়ঙ্কর অরন্য দেখে সেই চৌদ্দ বৎসররের বনবাসের কথা মনে হল তাই ভাবছি (স্বগত) হায় এরূপ কপট ভাবে আর কতক্ষন থাক্‌ব!

সীতা। বৎস! রথে যেমন আমার মন মধ্যে ২ কেঁদে উঠেছিল, আবার ক্যান তেমন হচ্চে, শ্বশ্রূদেবীরা ঋষ্যশৃঙ্গ মনির আশ্রমে গমন করেছেন, তাঁদের ত কোন অমঙ্গল হয় নাই, আহা যাত্রা কালিন আমি ভগ্নিদেরও দেখে আসিনে! তাঁদেরি বা কিছু হয়েছে? কি যানি, আমার মন ক্যান এমন হয়।

লক্ষণ। আর্য্যা! কার্‌ সঙ্গে সাক্ষ্যাত না করে যাত্রা করেছেন তাই আপনার এমন চিন্তা হচ্চে।

সীতা। (স্বগত) না! (প্রকাশ্যে) দেখ বৎস! আমি আর মহর্ষির আশ্রমে যাব না, চল আমরা এখান হতেই

অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করি, না হয় তখন আর এক সময়ে মুনিপত্নিদের দর্শন করতে আসব, আমার মন ক্যান এমন করে? বৎস আর্য্য পুত্র স্বয়ং আমাকে তপোবন দর্শন করাতে আনবেন্ বলেছিলেন, তা তাঁর আশা হল না ক্যান?

লক্ষণ। আর্য্যা! সময়ে সময়ে সকলেরি মন এই রূপ হয়, আপনি চিন্তা করবেন না, (স্বগত) হায় আমি কি করব, আর কি বলব।

সীতা। বৎস! তুমি আবার বল আর্য্য পুত্র ভাল আছেন ত?

লক্ষণ। আর্য্যা! আমি যাত্রা কালিন তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করেছি তিনি শুস্থ আছেন।

(যনান্তিকে সিংহ নাদ)

সীতা। ও কিহল! এঁা (ভীতা)

লক্ষণ। আর্য্যা! ভয় কি! ভয় কি সিংহ নাদ করছে বই ত নয়! এই যে আমার হাতে ধনুশ্শর আছে, ভয় কি।

সীতা। বৎস! সন্ধ্যা হয়ে আসছে, এখন ক্রমশ নিসাচর পশুদের উপদ্রব হবে, অন্ধ কার রাত্রে ভাগিরথি পার হতেও ভয় হয়, আর এখানে বসা ভাল নয়, চল মহর্ষির আশ্রমেই ত্বরায় গমন করি।

লক্ষণ। (কাষ্টবৎ দণ্ডয়মান)

সীতা। বৎস! তুমি আবার এমন হলে ক্যান বলনা?

লক্ষণ। (উচ্চৈশ্বরে ক্রন্দন করিয়া) আর্য্যা কি বলব? হা বিধাতা! আমার মৃত্য নাই, হায় আমি কি নিষ্ঠুর। (ভুতলে পতিত)

সীতা। কি হল! কি হল! শর্ব্বনাস, একি শর্ব্বনাশ! (লক্ষণকে উঠাইয়া অঞ্চল দ্বারা তাহার অশ্রু মার্জ্জণ করিয়া) বৎস! তোমার কি হয়েছে? তুমি বিধাতার নিকট মৃত্যর প্রার্থনা কর্‌তেছ ক্যান? সামান্য কারনে তুমি কখন এমন কাতর হয় না, তোমার কি হয়েছে বল, প্রানাধিক ভরত, সত্রুঘ্ন কেমন আছেন বল, হায় আমার কি সর্ব্বনাশ হয়েছে বল (যনান্তিকে ব্যাঘ্রের গর্জ্জন) বৎস! ঐ আবার বন পশু ডাক্‌ছে! রাত্র অন্ধকার হল, চল সীঘ্র মহার্ষির আশ্রমে চল।

লক্ষণ। হায়! আমি কি করি (ক্রন্দনশ্বর) হা ভগবান আমার একি ভয়ানক অবস্থা! হা বিধাতঃ (কণ্ঠরোধ)।

সীতা। (লক্ষণের হস্ত ধারন করিয়া অতি কাতর ভাবে) বৎস! আমার প্রাণ ত্যাগ হয় আমাকে আর ক্যান যাতনা দে বধ কর, তোমাকে আর্য্য

পুত্রের দিব্য, তুমি ত্বরায় বল আর্য্যপুত্র ভাল আছেন ত? বল তাঁর ত কোন অমঙ্গলঘটে নি? শীঘ্র বল আমি আর এমন সন্দেহে থাকতে পারি না॥

লক্ষ্ণণ। আর্য্যা! বল্‌ব কি আমার মুখে যে সে কথা আসেনা, যত বল্‌তে চাই স্বরবদ্ধ হয়, আর্য্য যে কঠোর অনুমতি করেছেন তা যে আমি বল্‌তে পারিনা!

সীতা। বৎস? তাঁর অনুমতি যেমনি হক্ তুমি অকাতরে বল, আমি বল্‌ছি তুমি নির্ভয়ে বল, আমি আর তিলার্দ্ধ এমন অবস্থায় থাক্‌তে পারিনা। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে বল, তিনি যদি ভাল থাকেন তবে আমার আর যে সর্ব্বনাশ হক্ আমি তাতে কাতর নই, ত্বরায় বল, নচেৎ এই দেখ প্রাণ ত্যগ হয়!! (অচৈতন্য)।

লক্ষ্ণণ। (সীতাকে বসাইয়া) হায় ভগবান! এত ক্ষণে আমার পাপ-পূর্ণ কর্‌লেন! এত প্রার্থনা কর্‌লাম আমার মৃত্যু হল না? এই নিরপরাধা আর্য্যাকে ব্যথিত কর্‌বার জন্যই কি আমি জীবিত থাক্‌লাম, হায়, আমি কি পাপিষ্ঠ! আমি কি দুর্ভাগা! আমি ক্যান আর্য্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী হলাম, আমি ক্যান এমন কার্য্যের ভার গ্রহণ কর্‌লাম, আহা রঘুনাথ

তুমি কি নিষ্ঠুর, এক বার দেখনা তোমার অমঙ্গল অনুভব করেই আর্য্যা প্রাণ ত্যাগ করেন, আর্য্যা! আর্য্যা! আ হা! বুঝি এ পাপিষ্ঠের মুখ দর্শন কর্‌বেন না, আর্য্যা! এ সেবকের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

সীতা। (চৈতন্য লাভ করিয়া) বৎস! আমি বড় কাতর হয়েছি, তুমি বল সকলে ভাল আছেন ত?

লক্ষ্মণ। আর্য্যা! আমি সকলকেই সুস্থ অবস্থায় দেখে যাত্রা করেছি।

সীতা। তবে আর তুমি অত কাতর হয় ক্যান, আর্য্য পুত্রের যত কঠোর অনুমতি হক্‌না ক্যান, তুমি অনায়াসে বল।

লক্ষ্মণ। আর্য্যা! আমি অতি পাষণ্ড, প্রভু যা অনুমতি করেছেন তা বলবার এখনও আমার শক্তি আছে, হা! আমার কি কঠিন প্রাণ, আর্য্যা আর কি বল্‌ব! আপিনি দুরাত্মা রাবণ গৃহে একাকিনী দীর্ঘকাল বাস করাতে প্রজাবর্গে আপনার চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করে আপনার কলঙ্ক রটনা করেছে, সেই কলঙ্ক বিমোচন কর্‌বার জন্য আর্য্য একবারে দয়া ধর্ম্ম-শূন্য হয়ে আপনাকে পরিত্যাগ করেছেন, আর আমার প্রতি অনুমতি করেছেন তপোবন

দর্শন-চ্ছলে আপনাকে বাল্মীকি মুনির আশ্রম-পদে পরিত্যাগ করে আসব! তা এই ত সেই (ক্রন্দন স্বরে) বাল্মীকি মুনির আশ্রম-পদ (মূর্চ্ছান্বিত হইয়া ভূতলে পতিত)।

সীতা। (শিরে করাঘাত করিয়া উচ্চৈস্বরে ক্রন্দন করিতে২) হা বিধাতঃ কি সর্ব্বনাশ হল! (ভূতলে পতিত)

লক্ষ্মণ। (কিছুকাল পরে চৈতন্য লাভ করিয়া কাতর স্বরে) হা ভগবান! এ কি কর্‌লে! আর্য্যা! আর্য্যা! আহা আর কি এ নরাধমের কথায় উত্তর দিবেন! আর্য্যা! আর্য্যা! আহা! (ক্রন্দন করিতে ২ সীতাকে বসাইয়া) আর্য্যা! আমি অতি নিষ্ঠুর, আমি আপনায় কি কঠিন কথা শুনালেম, কৃপা করে আমার অপরাধ ক্ষমা করুন (সীতা চৈতন্য লাভ করিবার পর, লক্ষ্মণ করযোড়ে অধোমুখে স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া) আর্য্যা! আমার কি কঠোর প্রাণ! আপনার দীর্ঘ নিশ্বাস আমার মাংস ভেদ কর্‌চে, অস্থিকে জর্জ্জরিত কর্‌চে, প্রলয় কালের বায়ু অপেক্ষা অধিকতর বেগবান বোধ হল, আপনার নয়নের জলে আমার মন প্রাণকে অগাধ শোক-সাগরে নিমগ্ন কর্‌লে, মহাপ্রলয়ের জলোচ্ছাস অপেক্ষা অধিকতর গম্ভীর বোধ হল, তথাপি আমি জীবিত আছি! হায় আমি কি কঠিন!

সীতা। (লক্ষণের প্রতি স্থির দৃষ্টি করিয়া চিন্তিত অবস্থায়) রঘুনাথ! ত্রিলোকনাথ! (ক্রন্দন করিয়া) তুমি আর কি আমার নাথ নও! এ ত সকলি তোমার অধিকার, এই বনে বসে তোমারি একটী অভাগিনী প্রজা তোমাকে এত স্মরণ কর্‌ছে, দীননাথ! একবার দেখা দাও, শ্রীরাম! শ্রীরাম! আহা আমার কানে যে কেবল তোমারি মধুর স্বর আসে! কৈ তুমি কোথায়! দেবর লক্ষণ দয়াময় কোথায় এক বার দেখাও!

লক্ষণ। (অশ্রুপাত করিতে ২) আর্য্যা! আমি অতি কুকর্ম্ম করেছি, যদি আর্য্যের আজ্ঞানুবর্ত্তী না হতাম, যদি এই নৃশংস কার্য্যের ভার গ্রহণ না করতাম—— অথবা যদি এতক্ষণ জীবিত না থাক্‌তাম, তাহলে আর আমাকে আপনার এরূপ কাতর ভাব দেখতে হত না। আর্য্যা! তুমি এত নিষ্ঠুর, তোমার প্রাণ এত কঠিন, তোমার যদি স্নেহ নাই, মমতা নাই, দয়া নাই, ধর্ম্ম নাই, তবে ক্যান রাবণকে সংহার করে আর্য্যাকে উদ্ধার কর্‌লেন্,ক্যান শক্তি শেল হতে আমার প্রাণ রক্ষা কর্‌লেন্, আর্য্যাকে দশানন হরণ করাতে ক্যান হা সীতা! হা সীতা! বলে বনে ২ উন্মতের মত হয়ে বেড়ালেন। হায় তোমর মত নিষ্ঠুর আর কোথায় কে আছে!

The essence of friendship is entireness, a total magnanimity and trust, it must not surmise or provide for infirmity, it treats it object as a god, that it may deify both,

সীতা। দেবর! ধৈর্য্য হও আর্য্য-পুত্র আমাকে পরিত্যাগ করাতে আমার মনে ক্ষোভ সঞ্চার হয় নাই, তিনি সুবিবেচক মহাপণ্ডিত, দয়া ধর্ম্মে পরিপূর্ণ, আমার চরিত্রের প্রতি তাঁর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই তা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি, তিনি কেবল প্রজা-রঞ্জন অনুরোধে আমাকে পরিত্যাগ করেছেন তাও আমি স্পষ্টরূপ বুঝিতেছি, তুমি আর বিলাপ করোনা, আর আর্য্য পুত্রের দোষ দিও না, তুমি যত বার তাঁকে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর বল্লে, আমার বক্ষে যেন তত বার শেল বরিষণ হল। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করে কত যে বিলাপ কর্‌চ্চেন তা আমি মনে ২ জান্‌তেছি, তোমাকে দেখ্‌লেও তাঁর অনেকটা দুঃখ নিবারণ হবে, আমার কপালে জা আছে তাই হবে, তিনি কুশলে থাক্‌লেই আমার কুশল, তুমি আর দুঃখ ক্যান কর, ত্বরায় যাও আর্য্য পুত্রকে প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করোগে, আর আমার ভগ্নীদের বলো, আমি আপনার অদৃষ্টের ফল ভোগ কর ছি, তাতে তাঁদের কোন চিন্তা করবার প্রয়োজন নাই, শ্বশ্রুদেবীরা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির আশ্রম

হতে প্রত্যাগমন কর্‌লে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানিও, প্রাণাধিক ভরত শত্রুঘ্নকে দুঃখকর্‌তে বারণ করো, তুমি সচ্ছন্দমনে গৃহে প্রত্যা গমন কর, আমার জন্য কোন ভাবনা করো না, কি কর্‌বে কপালের লিখন (শিরে করাঘাত)। লক্ষ্মণ! আমি তোমাকে কায়মন বাক্যে আশীর্ব্বাদ কর্‌চি তুমি কুশলে থাক, তুমি ত্বরায় গমন করে সকলকে সান্ত্বনা করোগে।

লক্ষ্মণ। (সীতাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া) আর্য্যা! আমি প্রভুর অনুমতি প্রতিপালন কর্‌লামমাত্র, আমার প্রতি আপনি কৃপা করে আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা কর্‌বেন (ক্রন্দন করিতে ২ লক্ষ্মণের প্রস্থান-চেষ্টা।)

সীতা। (স্থির দৃষ্টে সজল নয়নে ক্ষণকাল লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়া) এই অন্ধকার রাত্রে বনে একাকিনী থাকব! হায় একবারে অন্তর্হত হলে! (উচ্চৈঃস্বরে) লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! তুমি চল্লে। (ক্রন্দন)।

লক্ষ্মণ। (পুনঃপ্রবেশ করিয়া) হায় আর্য্যা! আমি কি করি! ওদিকে আযোধ্যাভিমুখে দৃষ্টিপাত কর্‌লেই বোধ হয় যেন রঘুনাথের শোকানল সমস্ত নগরীকে ভস্মসাৎ করে এই তপোবন পর্য্যন্ত শিখা বিস্তারে

আমার গতি রোধ কর্‌ছে, এদিকে আপনার বিলাপানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে এই অরন্যাণীকে দগ্ধ কর্‌চ্চে, আর আমি মধ্যস্থলে যেন অর্দ্ধদগ্ধ আহুতি-কাষ্ঠবৎ পতিত হয়েছি;—এই বিষম অনলে শরীর ত অনেক ক্ষণ অবধি দহন হচ্চে, তা কৈ এখন অঙ্গার হল না! এখন ভস্ম হলনা! এখন বাক্য নিস্বরণ হচ্চে! রে পাপিষ্ঠ মাংস পিণ্ড দেহ! তোমায় আর কি প্রয়োজন, রে কঠিন প্রাণ! তোমায় আর কি কার্য্য? এই সীতাবর্জ্জন অনলে নিক্ষিপ্ত হয়ে লয় প্রাপ্ত হও!! (ভূতলে পতিত)।

"Affliction worketh patience, and patience, experience, and experience hope."

সীতা। হায় আমার কপালে এই ছিল, আমি রাজার কন্যা, রাজার বধু, রাজার মহিষী হয়ে কেবল চিরকাল দুঃখ পেতে হল, হায় আমি পূর্ব্ব জন্মে কত পাপ করেছিলেম তাই এত কষ্ট ভোগ কর্‌ছি, আপনার পাপ আপনি ভোগ করি তায় দুঃখ নাই, কিন্তু আবার ধর্ম্ম-পরায়ন্ দেবর লক্ষণকে কষ্ট দিই ক্যান, ভাই লক্ষণ! আমার মত পাপীয়সী ভূমণ্ডলে, আর কেহ নাই. তোমাকে আমি অকারণে কষ্ট দিচ্চি—দেবর! ক্ষান্ত হও, উঠ, উঠ, তুমি

আর এ পাপীয়সীর মুখ দর্শন করো না, তুমি ত্বরায় অযোধ্যায় গমন করে সকলকে বলো তাঁরা যেন এ হতভাগিনীর জন্য কোন বিলাপ না করেন।

লক্ষ্মণ। আর্য্যা! আশীর্ব্বাদ করুন আমার ত্বরায় মৃত্যু হক্ (সীতাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণিপাত)।

সীতা। বৎস! তুমি কেবল মৃত্যুর কামনা কর্‌ছ ক্যান, তুমি কি কর্‌বে, আমার কপালের ফলভোগ কর্‌ছি, তাতে তোমার অপরাধ কি, তুমি আর বিলম্ব করোনা ত্বরায় অযোধ্যায় গমন কর।

লক্ষ্মণ। সজীব-লক্ষ্মী! এ নরাধমের দোষ মার্জ্জনা কর্‌বেন (ক্রন্দন করিতে ২ প্রস্থান)।

সীতা। (একদৃষ্টে লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিতে ২) হা! হা! আর দেখা হবেনা! (লক্ষ্মণ দৃষ্টি পথের বহির্ভুত হইলে) হা! হা! আর দেখ্‌তে পেলেমনা! আমি কি করে একাকিনী থাক্‌ব! আমার কি হবে! হায় আমি কি কর্‌ব! ঐ কি হল! দেবর আমাকে কোথায় রেখেগেলে!—রাত্রি যে ক্রমে তিমিরাবৃত হয়ে আসচে, মেঘ উঠল না কি?—(মেঘগর্জ্জন, বজ্রপাত) দয়াময় রক্ষা কর! প্রাণ যায়! শ্রীরাম আর কষ্ট সহ্য হয় না! (চক্ষুমুদিত করিয়া) আ এ কি বিপদ! নীরদ-বর্ণে! কেবল তোমাকেই যে দেখতে পাই, কৈ

ধরতে পারি না ক্যান! (নানা প্রকার বন-পশুর রব) প্রাণ যায় দিন নাথ এক বার দেখা দাও! প্রভু তোমার রাজ্যে একটা গর্ভবতী অভাগিনির অপঘাত মৃত্যু হল! রাজ্যেশ্বর! আমার যদি গর্ভ না হত আমি এই দণ্ডেই জাহ্নবীজলে নিমগ্ন হতাম! সিংহের বদনে ইচ্ছাকরে প্রবেশ করতাম! অথবা বজ্রকে শিরে ধারণ করতাম। হা বিধাত! আপনার সৃজিত জীবের প্রতি এত বিড়ম্বনা করলেন, হা পিত! আমার ক্যান জন্ম দিয়েছিলেন. হা মাত! আমাকে ক্যান উদরে ধারণ করেছিলেন. হা রঘুনাথ! ধনুর্ভঙ্গ করে আমাকে ক্যান সহধর্ম্মিনী বলে আলিঙ্গন করেছিলেন, হা আমার এই উদরে কে আছিস! ক্যান এ হত-ভাগিনিকে এমন সময় আশ্রয় করলি? আমায় সক-লেই বৈমুখ, প্রাণ ত্যাগ ভিন্ন্য এমন পীড়ার আর কি ঔষুধ আছে, কে আমার উদরে আছিস? অবশেষে তোর জন্যই মৃতু হল না, তুই এই মহৌষধ ধারণ করতে দিলি না. তবে কি করে এ যন্ত্রণা সহ্য করি বল, উদরে থেকে এত শত্রুতা করলি—দয়াময় রঘুনাথ! আপনিও এত নিষ্ঠুর হলেন, ভগবান! আমায় কি অপরাধে এত যন্ত্রণা দিলেন (উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিয়া ভূতলে পতিত)।

ঋষিকুমারদ্বয়। (প্রবেশ করিয়া সীতাকে নিরীক্ষণ করত;)

এক জন ঋষিকুমার। সখে! বলেছিত এ কোন স্ত্রীলোকের রোদন, এরূপ রূপ লাবন্য যুক্তা কামিনী ত ধরাতলে কখন দৃষ্টিগোচর হয়না, আলু থালু বসনা মুক্ত-কেশা হয়ে এত সকাতরে রোদন কর্চ্চেন, তথাপি দেখ্‌চো কেমন জোতির্ম্ময়ী ?

অপরজন। প্রিয়! ইনি সামান্যা রমণী নন্, এঁর ভূমণ্ডলে জন্ম সম্ভাব্য নহে, যাই হক্ এরূপ বিলাপ কর্চ্চেন ক্যান, কোন কথা জিজ্ঞাসাকরা আমাদেরও কর্ত্তব্য নয়, চল ত্বরায় মহর্ষিকে সংবাদ দিগে

(উভয়ের প্রস্থান)

বাল্মীকিমুনি। জনক তনয়া, দশরথ-পুত্রবধূ, শ্রীরাম-চন্দ্র সহধর্ম্মিনী! বৎস সীতে! আরবিলাপ করিও না, তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বেই তোমার আগমনের কারণ অবগত হয়েছি, শ্রীরামচন্দ্র প্রজারঞ্জন অনুরোধে অকারণ অপযশ বিমোচনার্থ তোমাকে আমার তপোবনে পরিত্যাগ করেছেন, তোমাকে সগর্ভা দেখিতেছি, আশীর্ব্বাদ করি তুমি সূর্য্যবংশ-চূড়ামণি পুত্র প্রসবকর। (সীতার প্রণিপাত) আর এখানে থাকিবার কোন আবশ্যকতা নাই, চল তোমাকে আপন তনয়ার ন্যায় আমার আশ্রমে রাখিয়া প্রতিপালন করি, তোমার কোন চিন্তা নাই, স্থির হও! আমি পিতার ন্যায় তোমার সূতিকা গৃহকার্য্যাদি সম্পাদিত

করাইব, মুনিকন্যাদিগের সহিত একত্রে সহবাস জনিত পরম আনন্দ সম্ভোগ হইবে, তপোবনের এমনি মহিমা, কিছুকাল অবস্থান করিলে মনের কোন প্রকার মলিনতা থাকেনা, স্নেহমমতায় পরিপূর্ণ, প্রথমত তোমার নানা চিন্তা হবে বটে, কিন্তু আমি তোমাকে স্পষ্টরূপে বলিতেছি, তপোবনে তোমার কোন ক্লেশ হইবেনা, তুমি পরম আনন্দে থাকিবে. রাজ-নিকেতনে কি সুখভোগ করিতে! সেখানেত সকলি কাল্পনিক, এখানে সকলি স্বভাবজাত। নানা বর্ণে বিচিত্রিত পত্রসহ লতা-পাশ তরুবরগণকে এমনি সুন্দররূপে বেষ্টন করিয়া আশ্রম হইয়াছে, জনক-তনয়া! দেখিলেই তোমার বোধ হইবে. যেন অযোধ্যার রাজ অট্টালিকাকে গোপনে উপহাস করিতেছে। রাজলক্ষ্মী! সুদীর্ঘ বৃক্ষগণের জটাগুলি স্বেচ্ছামত ভূমি স্পর্শ করিয়া চর্তুদিকে স্তম্ভের ন্যায় দণ্ডায়মান আছে, শাখারউপরি পক্ষিগণ সুমধুর সঙ্গীত করিতেছে, তন্নিম্নে ময়ূর ময়ূরী পুচ্ছ তুলিয়া নৃত্য করিতেছে, দেখিলেই তোমার বোধ হইবে যেন, অযোধ্যার সেই সঙ্গীত মন্দির উহাকে আদর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি পশুগণ অহর্নিশ তপোবনের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া তপোবন রক্ষা করিতেছে, আর যেন অযোধ্যার সেনাপতিদিগকে শিক্ষা দিতেছে। ঋষিতনয়ারা বনপুষ্পে ভূষিত

হইয়া মল্লিকা, মালতী, মাধবী লতাদিগকে সখি-সম্বোধন করিতেছে, আর প্রতিদিন যত লতাগুলি বর্দ্ধিত হইতেছে, তাহার সঙ্গে ২ স্বাভাবিক প্রণয়-বর্দ্ধন হইতেছে; রামময়ি! দেখিলেই তোমার মনে হইবে; যেন মণিময় আভরণে, সুসজ্জিতা তোমার প্রিয় সহচরীগণ লজ্জায় দূরে রহিয়াছে, রঘুপ্রিয়ে! আমার আশ্রমে অহর্নিশ কেবল সর্ব্বব্যাপি জগৎপতি পরম ব্রহ্মের প্রেমালাপ হইতেছে তাঁর প্রেমে মুগ্ধা হইলে বিরহ চিন্তা থাকেনা, নির্ব্বাসন-ভয় হয়না; তিনি সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বত্রে বিরাজমান। বৎসে! কোন চিন্তা করিও না, চল, আমার সঙ্গে আশ্রমে চল, তথায় আপন পিতৃ-গৃহের ন্যায় কালাতিপাত করিতে পারিবে, চল আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই।

(উভয়ের প্রস্থান)।

যবনিকা পতন।

একতান বাদ্য।

ইতি প্রথমাংশ।

Howrah Municipal Press.